সমকাল

12 MAR 2014

উচ্চ বিদ্যালয়ে চালু হচ্ছে ইংরেজি বলা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ক্ষেত্রে শোনার (লিসেনিং) জন্য ১০ নম্বর, বলার জন্য (স্পিকিং) ১০ নম্বর নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু উপযোগী শ্রেণীকক্ষ না থাকায় এতদিন তা চালু করা যায়নি।

উপসচিব বলেন, ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণীর জন্য প্রণীত 'ইংলিশ ফর টুডে' পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত ৩৬টি 'লিসেনিং টেক্সট' জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি অনুমোদন করেছে। শ্রেণীকক্ষে কম্পিউটার কিংবা মোবাইল ফোনের সঙ্গে অডিও ডিভাইস ব্যবহার করে লিসেনিং টেক্সট বিষয়ে পাঠদান করতে হবে। 'ইংলিশ ফর টুডে'র লিসেনিং টেক্সটের জন্য অডিও ওয়েব এবং মোবাইলে পরিচালনাযোগ্য (অ্যানাবেল) করে শিক্ষক বাতায়ন ও এনসিটিবির ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। ওয়েবসাইট থেকে অডিওটি ডাউনলোড করে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা ব্যবহার করতে পারবেন।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্পিকারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, লিসেনিং টেক্সটটি ব্যবহারের জন্য শ্রেণীকক্ষে অডিও ডিভাইসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণীতে 'ইংলিশ ফর টুডে' পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারকারী সব বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা নিজস্ব অর্থায়নে, ব্যবস্থাপনায় শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের জন্য অডিও ডিভাইসের ব্যবস্থা করবে। বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিংবডি অডিও ডিভাইস সংগ্রহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের লিসেনিং ও স্পিকিংয়ের দক্ষতা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। লিসেনিং ও স্পিকিংয়ের ২০ নম্বর শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত গ্রেড নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সামষ্টিক মূল্যায়নে সংযোজিত হবে। ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ সব পরীক্ষায় এ বছর থেকে এ মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর হবে। পরে চালু হবে জেএসসি-জেডিসি, এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ও একটি বেসরকারি সংস্থা ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেন্ট ম্যানুয়াল তৈরি করে এনসিটিবি www.nctb.gov.bd এবং শিক্ষক বাতায়নের www.teachers.gov.bd ওয়েবসাইটে যুক্ত করবে। এর পর ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে ম্যানুয়ালটি (নির্দেশিকা) ব্যবহার করবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

উচ্চ বিদ্যালয়ে চালু হচ্ছে ইংরেজি বলা ও শোনার পরীক্ষা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি বলা (স্পিকিং) ও শোনার (লিসেনিং) দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ইংরেজি প্রথম পত্রে ১০০-এর মধ্যে ২০ নম্বর আলাদা রাখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে চলতি শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সব পরীক্ষায় এ মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর হবে। পরবর্তী সময়ে পাবলিক পরীক্ষা, যেমন– জেএসসি-জেডিসি, এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় তা চালু করা হবে। এ জন্য মাধ্যমিক স্তরের সব বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষে অডিও ডিভাইস (স্পিকার) স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এনামুল কাদের খান সমকালকে জানান, ২০১২ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রমে ইংরেজি প্রথম পত্র 'ইংলিশ ফর টুডে' বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ১০০ নম্বরের সামষ্টিক মূল্যায়নের ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১